মুক্তমন ও মুক্তমনা-২৫

সংস্কার! সংস্কার!!

প্রদীপ দেব
pradipdeb2006@gmail.com

বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বর্তমান আসরে বাংলাদেশ *জায়েন্ট কিলার* হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইন্ডিয়া ও সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের অনেক পূর্ব-হিসেব বদলে দিয়েছে। আর তা দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমরা মনে মনে আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের কাছে পরাজয়ের পর আমাদের ডানা গেছে ছিঁড়ে, স্বপ্ন গেছে ঘুচে। খেলার জগতে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা এত বেশি আবেগপ্রবণ যে হারজিৎ কোনটাকেই সহজ ভাবে নিতে পারিনা। জিতলে মনে হয় খেলোয়াড়দের হাত-পা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়া উচিত, আর হেরে গেলে মনে হয় হাত-পা ভেঙে দেয়া উচিত। আর এসব করার সময় আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধ কাজ করেনা।

আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধের অবস্থা কেমন? একটা ঘটনার কথা বলি। আয়ারল্যান্ডের সাথে খেলায় বাংলাদেশ জিতবে - এটাই ছিলো প্রত্যাশিত। কিন্তু আমরা হেরে গেলাম। কেন হারলাম? সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যে কোন খেলার পরেই হারার কারণ সম্পর্কে খেলোয়াড় বা দলের কর্মকর্তাদের কারো কারো মতামত প্রচার করা হয়। খেলায় হেরে গেলেই বাংলাদেশ দলের পক্ষ থেকে একটি কথা সব সময়েই বলা হয় - *দিনটি আমাদের ছিলো না*। সরাসরি না হলেও মোটামুটি ভাগ্যকে দোষ দেয়া হয়। ক্যাচ ফেলে দিলাম - ভাগ্যের দোষ। বোল্ড আউট হলাম - ভাগ্যের দোষ। বোকার মত ঝুঁকি নিয়ে রান নিতে গিয়ে রান-আউট হয়ে গেলাম- দোষ ভাগ্যের!! কথাগুলো অতি সরলীকরণ মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি। এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোতে উৎপল শুভ্রের একটি চমৎকার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে [*সংস্কারের সঙ্গেও লড়তে হয় বাংলাদেশকে; বারবাডোজ থেকে উৎপল শুভ্র, ১৮ এপ্রিল ২০০৭, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১৬০*]।

বারবাডোজে আমাদের খেলোয়াড়দের খুব কাছ থেকে দেখেছেন উৎপল শুভ্র। লক্ষ্য করেছেন তাঁদের মানসিক অবস্থা ও আচার আচরণ। *কেউ বাঁ পা আগে মাঠে রাখেন, কেউ বাসে সব সময় নির্দিষ্ট স্থানে বসেন; কেউবা যে পোশাক পরে রান করেছেন সেটিই গায়ে দিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ খেলতে থাকেন*। আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচ শুরুর আগে সৈয়দ রাসেল পা মচকে ফেলাতেই নাকি বাংলাদেশ দল বুঝে গেছে যে লক্ষণ ভালো নয়, এটা আমাদের দিন নয়। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ওভারে ১৮ রান দিয়েছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা। সেদিন নাকি শুরু থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিলো, *আজ পারব না*। খেলা শুরুর আগেই যদি খেলোয়াড়দের মনের ভেতর এসব ঘুরপাক করতে থাকে - তাহলে কী অবস্থা হয় তা তো আমরা দেখলাম।

আমাদের খেলোয়াড়দের মানসিক সংস্কারের কিছুটা দেখলাম। বাংলাদেশী দর্শক সমর্থকদের অবস্থা কী? আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে যাবার পর আমার এক বন্ধু অদ্ভুত একটা যুক্তি দেখালো -

- আরে আমরা তো হেরেছি জাফর ইকবাল স্যারের দোষে।
- মানে?
- মানে আর কী? আমরা যে খেলাগুলোতে জিতেছি - তার সবগুলোই জাফর ইকবাল স্যার দেখেছেন ঢাকার বাসায় একটি বিশেষ চেয়ারে বিশেষ ভঙ্গিতে বসে। স্যার ওভাবে খেলা দেখেছেন বলেই আমরা জিতেছি। যে খেলাগুলোতে আমরা জিততে পারিনি - বোঝাই যায় যে স্যার খেলাগুলো দেখেন নি। অথবা দেখলেও সেই বিশেষ জিতে যাওয়ার ভঙ্গিতে বসে দেখেন নি। দেশের স্বার্থে স্যারের উচিত ছিলো বাংলাদেশের সবগুলো খেলাই সেই বিশেষ ভঙ্গিতে বিশেষ চেয়ারে বসে দেখা। তাহলে আমরা সবগুলো খেলাই জিতে যেতাম।

আমার বন্ধুটির যুক্তিবোধকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কারণ জাফর ইকবাল স্যার তাঁর একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছেন যে একটা বিশেষ চেয়ারে বসে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে খেলা দেখার কারণে ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ হারিয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানকে। এবার হারিয়েছে ইন্ডিয়াকে। এবং সাউথ আফ্রিকাকে।

সমকাল পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, *আমার শত্রুও বলতে পারবে না আমার ভেতরে কোনো ধরনের কুসংস্কার আছে – তবে ক্রিকেটের কথা হলে আলাদা। বাসায় টেলিভিশন নেই বলে ডিপার্টমেন্টের পুরনো কম্পিউটার মনিটর দিয়ে বানানো একটা টেলিভিশন একবার বাসায় এনে খেলা দেখতে চেষ্টা করেছিলাম বলে বাংলাদেশ খেলায় হেরে গিয়েছিল, এই ভুলেও এখন আর সেটা করি না। ঢাকায় এলে আমি টেলিভিশনে খেলা দেখতে পারি এবং একটা বিশেষ চেয়ারে বসে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে খেলা দেখার কারণে গতবার বাংলাদেশের বাচ্চা ছেলেগুলো ইন্ডিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল! একেবারে পরীক্ষিত সত্য অস্বীকার করি কেমন করে? তাই যখন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে খেলা হবে তখন আমি আর কোন ঝুঁকি নিইনি। আমি আমার বিশেষ জায়গাটাতে সেই বিশেষ চেয়ারে বসে ছিলাম – আমার ভেতরে কোনো কুসংস্কার নেই; কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেগুলো বাঘা বাঘা প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে খেলবে; শুধু শুধু ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন কি? খেলা চলাকালীন আমার স্ত্রী এই ঘরে থাকলে বাংলাদেশ ভালো খেলতে পারে না– তাই আমরা কোন ঝুঁকি নেই না। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে থাকে, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে খেলা দেখে যায়।প্রিয় ক্রিকেট প্রিয় দেশ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সমকাল, ৯ এপ্রিল ২০০৭।*

তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে হতে পারে - হেরে যাওয়া খেলাগুলোতেও জেতা সম্ভব ছিলো আমাদের। না, আমাদের সেনস অব হিউমার এখনো শেষ হয়ে যায় নি। জাফর ইকবাল স্যার যে মজা করে এরকম সংস্কারের কথা লিখেছেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানসিক গড়ন এতোটাই নরম যে আমরা যখন কাউকে অনুসরণ করতে শুরু করি - তখন ভালোমন্দ গ্রহণীয়-বর্জনীয় বিবেচনা না করে সবকিছুকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে থাকি। জাফর ইকবাল স্যারের কথাগুলোকে অনেকেই ধ্রুব সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তির চর্চার খাতিরে আমাদের মনে হয় মজা করেও কোন সংস্কার প্রশ্রয় দেয়া ও তার প্রচার করা উচিত নয়। অনুকরণীয় মানুষদের এ ব্যাপারে আরো বেশি সচেতন হওয়া দরকার। জাফর স্যার যে রকম বললেন, দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি কোন ঝুঁকি নেন না। সেরকম যাঁরা ছেলেমেয়েদের কল্যাণ কামনা করে তাদের গলায় তাবিজ কবজ বেঁধে দেন - তখন তার নিন্দা করবো কীভাবে। ছেলেমেয়ের প্রতি ভালোবাসা নিশ্চয় দেশের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

নানাসময়ে নানান রকমের মানুষ বিভিন্ন প্রচলিত বিষয় সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেন, সংস্কারে হাতও দেন। কিন্তু আমাদের মনের ভেতর গেড়ে বসা সংস্কারগুলোকে সংস্কার করার প্রয়োজনীয় কাজটি কখন শুরু হবে?

এপ্রিল ২৫, ২০০৭
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া